2\9\2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

...দেশ আর লক্ষ্যকেই চিরতরে বিনাশী

...তে এক দল ক্ষমতায় আসবে, অন্য দল ...বে– এটাই তো রীতি। কিন্তু বিরোধী দলে ...মতায় যেতেই হবে, তা যত মিথ্যাচার আর ..., এমন যদি হয় মনোভাব, তা হলে সেখানে ...বে কেমন করে! রাজনীতিতে ভিন্নমত আর ...ন্তু কিছু কিছু প্রশ্নে তো অভিন্ন মত থাকতেই ...ণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, ...বিপক্ষের প্রশ্নে। ক্ষমতার লোভে যদি ... ভূমিকা কেউ বিস্মৃত হন, কেউ যদি আজও ...নী ঘাতকদের আচরণকে পাশবিকতা বলে ...তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার আলবদর ...দের ধর্মান্ধতাকে সমর্থন করেন, বাংলাদেশে ...তিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেন, ...কাছ থেকে জাতি কী আশা করতে পারে? ...মধ্য দিয়ে চরম মূল্যে যে জাতি স্বাধীনতা ...জাতির রাজনীতিতে শত পথ, শত মত ...স্বজনের রক্তের মূল্যে কেনা স্বাধীনতার ... প্রতি সমর্থনের মতো দুঃখজনক বাস্তবতা ...। এই একটি প্রশ্নে অন্তত দলমত নির্বিশেষে ...ল। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হলো না। বরং হলো ...।

...রা যায় গত জুনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মৌলবাদ ...বিরোধী দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনের কথা। ঐ ...কারী পাকিস্তানী প্রগতিশীল রাজনীতিক ও ...ত্ব কারামাত আলী জনকণ্ঠকে দেয়া এক ... প্রশ্ন করেছিলেন যে– "যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ...রদের তথা এ দেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ...কোথায়? বাংলাদেশে এদের বিচার হয়নি ...বাসিতই হয়নি, সংসদ সদস্য পর্যন্ত হয়েছে ...ছি একাত্তরের চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী ...গোলাম আযম নাকি রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্নও ..., ১৬ জুন ২০০১)।

...কার ব্যক্তিত্ব কারামাত আলী বিস্মিত হলেও ... একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। ... হচ্ছে গোটা জাতিকে। ঢাকায় বৈদেশিক ...কাব) সঙ্গে এক আলোচনায় ২৮ আগস্ট ...মধ্য থেকে বিএনপিপ্রধান বেগম খালেদা ...য়েছিল– তাঁর দল যদি ক্ষমতায় যায়, তারা ...কাত্তরের এদেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ... না। তিনি জবাব দিয়েছেন–"মুক্তিযুদ্ধের ...ন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কোন ...গম জিয়া তালিকা দেখবেন কেমন করে? ...ঘাতক তাদের সঙ্গেই তো এখন তিনি ... করছেন! তার দৃষ্টিতে একাত্তরের ...লিকা থাকার কথাও নয়। যেন একাত্তরের ...রা সব মরে গেছে। যেন তাদের দেশবাসী ...!

...সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় প্রায় অনুরূপ ...বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাও। তাঁর ...দের মধ্যে একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী ...বলে, রাজনৈতিক দল থেকে অভিযোগ ... তাঁর মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি ...উ রয়েছে বলে তো আমার জানা নেই। কে ...গ চিহ্নিত করবেন কীভাবে?" যেন তিনিও ...ধীন হবার পর রাজাকার-আলবদর হিসাবে ...ছিল! কারা পালতে বাধ্য হয়েছিল। বিএনপি ...ষ্টিভঙ্গির এ এক আশ্চর্য কাকতালীয় মিল! ...বোঝা যায় একাত্তরে যারা এদেশে নারী ...ার গণহত্যায় মদদ দিয়েছে, প্রত্যক্ষ অংশ ...আলবদর হয়ে পাক সেনাদের সহায়তা ...বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করেছে– তাদের ... আজ আর কেউ!–কী বিচিত্র এই দেশ! ...করে –গণতন্ত্রের বহুদলীয় ঔদার্যে আজ ...তীত তথা মানবতার বিরুদ্ধে কৃত জঘন্য ...। এক পক্ষ তাদের সঙ্গে জোটে বাঁধা, অন্য ...অনুষ্ঠানের মহান দায়িত্ব নিয়েছিল ...

আবীর হাসান

১৯৯১ সালে কম্প্যাকের যে ৪৮৬ ... আলোড়ন তুলেছিল, সেটায় ব্যবহৃত হয়েছিল ইন্টেলের ৩৩ মেগাহার্টজ ৮০৪৮৬ প্রসেসর। দাম ছিল ২ হাজার ৩০০ ডলার। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কম শক্তির কম্পিউটারগুলোর দাম বেশি ছিল। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, যখন ঐসব কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল, তখন ওগুলো ছিল তখনকার জন্য আধুনিক। আর চিপ থেকে নিয়ে প্লাস্টিক কেসিং, কীবোর্ড– এগুলো বানাতে খরচ হতো অনেক বেশি। কম্পিউটারের বাজারও এত বড় ছিল না।

আসলে সেই ১৯৪৬ সালে কম্পিউটার উদ্ভাবন হলেও বাজার বেড়েছে গত বিশ বছরেই। কম্পিউটারের কাজের আওতা বৃদ্ধি আর সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় মধ্যে আসাতেই কম্পিউটার শিল্প আর তার বাজার বেড়েছে। হিসাব-নিকাশ ছাড়াও মুদ্রণ শিল্প, ইন্টারনেট অর্থাৎ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হওয়ায় কম্পিউটারের চাহিদা বেড়ে যায়। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক কর্মকৌশল-পরিচালনায় এখন কম্পিউটার অপরিহার্য মাধ্যম বটে, তবে একটা মন্দাভাব যেন নতুন গড়ে ওঠা তথ্যপ্রযুক্তির জগতকে ছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। যদিও কম্পিউটার-ইন্টারনেট বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে পুরোদমে এবং বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব প্রযুক্তির (পেরিফেরালস) উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রায় বিস্ফোরণই ঘটেছে; কিন্তু যে গতিতে ২০০০ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার ঘটছিল, সেই গতিটা এখন নেই। বিভিন্ন দেশে অবশ্য এর রূপ ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন বাংলাদেশের কথাই ধরলে দেখা যাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সরকারী ও বাণিজ্যিক ব্যবহার না বাড়া, টাকার অবমূল্যায়ন এবং অন্যান্য কারণে ক্রয়ক্ষমতা না বাড়াতেই কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক পণ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। গত মাস তিনেক যত আমদানিকারক ও বিক্রেতার সঙ্গে কথা হয়েছে, কেউই বলেননি ব্যবসা ভাল যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীর বেশিরভাগই কম্পিউটার কিনে ফেলেছেন আর এঁদের ওপর নির্ভর করে ব্যবসা চলে না। ইন্টারনেট পরিসেবা সুলভ ও গতিশীল হলে হয়ত একটু নতুন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ত, দেশে নতুন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে বাজার সম্প্রসারণের সুবিধাজনক পরিবেশ গড়ে উঠত সবচেয়ে বেশি। সরকারী খাতের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে কম্পিউটার বাণিজ্যের সম্ভাবনা আছে। আসলে বিভিন্ন দেশে সরকারী খাত এবং বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্য খাতই তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে ভাল ব্যবহারকারী এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যকে ভাল সহায়তা দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে দুঃখজনকভাবেই তিনটি খাতেই স্থবিরতা আছে। সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। কারণ সরকারী খাতের কম্পিউটারাইজেশন হচ্ছে না। যেসব মন্ত্রণালয় বা বিভাগে কম্পিউটার যাচ্ছে সেগুলোতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের আসল ব্যবহার হচ্ছে না, বরং টাইপরাইটারের বিকল্প করে তোলা হচ্ছে কম্পিউটারকে। সরকারী খাতের ইন্টারনেট ব্যবহার এবং ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন উদ্যোগ নেই।

ব্যাংকিং খাতে কম্পিউটারাইজেশন চলছে ঢিমে তেতলায়। সরকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে গোটা দু'য়েক মাত্র যুগোপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে। বেসরকারী ব্যাংকসমূহও প্রায় একই মানে আছে। হিসাবপত্র করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু ওয়েবভিত্তিক কাস্টমার সার্ভিস এবং অপারেশনাল কার্যক্রমকে ইন্টারনেট ভিত্তিক করা থেকে অনেক দূরে আছে ব্যাংকগুলো। বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্য খাতেও কম্পিউটার ইন্টারনেটের ব্যবহার আশাব্যঞ্জক। পুরনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো হিসাবপত্র এবং টাইপরাইটারের বদলে কিছু কম্পিউটার ব্যবহার করছে। তৈরি পোশাক শিল্পে এবং সামান্য কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সীমিত ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু আবার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিল্প বিকাশের সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত। একদিকে গতিশীল ইন্টারনেটের অভাব আছে, প্রফেশনালের অভাব আছে– অন্যদিকে বিদেশে বাজার ধরার ক্ষেত্রে উপযুক্ত উদ্যোগের সমস্যা যেমন আছে তেমনই আবার দেশী আইন বিনিয়োগ ও ব্যবসা বিধিসংক্রান্ত অসুবিধাও আছে। এগুলো দূর করতে না পারলে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প খাতের উন্নতির আশা নেই। আবার সরকারী-বেসরকারী খাতের কার্যক্রমে ব্যবহার বাড়াতে না পারলে সফটওয়্যার শিল্প ঝুঁকি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। নতুন শিল্প গড়ে ওঠার মতো পরিবেশও সৃষ্টি হবে না।

বাংলাদেশে এ রকম একটা পরিস্থিতি যখন বিরাজ করছে, তখন আবার বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সার্বিকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির শিল্পে ও বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। অস্থিরতা তেমন নেই ঠিকই; কিন্তু বাজারের বিস্তার থমকে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বিক অর্থনৈতিক মন্দা 'নিউ ইকোনমির'. সঙ্গে নতুন প্রযুক্তি সমন্বয় ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের কম্পিউটার কেনার সময় ইন্টারনেট সার্ভিস নেয়ার পরিমাণ কমে গেছে, পাশাপাশি শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চমানের কম্পিউটার সার্ভার ইত্যাদি কেনা কমিয়ে দিয়েছে। মন্দার প্রতিক্রিয়ায় যতটা না; তার চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয়তার অনুভবে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে গেছে। উচ্চক্ষমতার প্রসেসর দিয়ে অতিগতিশীল কম্পিউটার তৈরি হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু তার চাহিদা তেমন নেই। এ জন্য অনেক পণ্য উদ্ভাবন পর্যন্ত গিয়েই থমকে যাচ্ছে। এ্যাপল তাদের জি-ফোর কিউব উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। পেন্টিয়াম ফোর দিয়ে পিসি বানাতে অন্যান্য বড় পিসি নির্মাতারাও চিন্তাভাবনা করছে। তারা বুঝে গেছে, উপযোগিতা সৃষ্টি করতে না পারলে এগুলোর চাহিদা বাড়বে না। আবার ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্যও এই অতিগতিশীল যন্ত্র ও সার্ভিসগুলো যে উপযোগী নয়, তা নির্মাতারাই বলছেন। কাজেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে তারা ঠিকমতো বাজার পাবে না। এই যে পেন্টিয়াম ফোর সমৃদ্ধ ডেল ডাইমেনশন এর ব্যবহার উপযোগিতা দেখাতে না পারলে তো শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলো কিনতে চাইবে না। দাম কম রাখা হয়েছে বলে হয়ত কিছু ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীও কিনবে; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কতটা কিনবে! আবার দাম কমানোর বিষয়টাও অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। পেন্টিয়াম ফোর বাজারে ছাড়ার আগে ইন্টেল যে দামের কথা বলেছিল, বাজারে ছাড়ার সময় প্রায় তার অর্ধেক দাম রাখতে বাধ্য হয়েছে এবং সে কারণেই ডেল ডাইমেনশনের দাম এক হাজার ডলারের নিচে রাখা হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীরা যেমন, তেমনই বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীরাও ছোট কম মূল্যের পকেট পিসি ধরনের যন্ত্রের প্রতি এখন বেশি আগ্রহী। তারবিহীন ইন্টারনেটের প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু সেটাও তো মূলস্রোতের বাইরের ব্যাপার। এ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য এখনও অনেক কিছু করার আছে। কাজেই একটি বিষয় এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দাম আরও কমানো, সার্ভিস ব্যবহারের উপযোগিতা এবং প্রযুক্তিকে আরও সুবিধাজনক করে তুলতে না পারলে চলবে না। নতুন ব্যবহারকারী যারা তৈরি করতে পার তারাই আগামীতে বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য দেখাতে পারে। এ ছাড়া কেবল মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বিদেশনির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়াও যে খুব বেশি টেকসই হবে না, তা ভারতের উদাহরণ থেকেই বোঝা গেছে। অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহার এবং রক্ষণশীলতা দূর করতে না পারলে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক সাফল্য আনা যাবে না। মূলত বিষয়টি খুব সহজ নয়। প্রযুক্তির কতটা উন্নয়ন ব্যবহারযোগ্য সেটা বিবেচনায় রেখে কর্মকৌশল নির্ধারণ করাটাই এখন জরুরী।

আল হাদিস

স্মরণীয়